এক পরিবারের দুজনসহ নিহত ৭

কুষ্টিয়ায় গ্যাসবাহী লরির সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কা লেগে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার বেলা দেড়টার দিকে কুষ্টিয়া বাইপাস সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার খাজানগর গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের দুই স্ত্রী আমেনা খাতুন (৭৫) ও কমেলা খাতুন (৭০), আমেনার জামাতা রাজশাহীর বাঘা উপজেলার চক রাজাপুর গ্রামের জাকারিয়া এবং খাজানগর এলাকার আশরাফুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী শিরিন খাতুন।পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা দেড়টার দিকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা বাইপাস সড়ক ধরে বটতৈল এলাকায় যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে একটি গ্যাসবাহী লরি পাবনার দিকে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে কুষ্টিয়া স্টোর পাম্পের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারান অটোরিকশার চালক। এতে অটোরিকশাটি উল্টে গিয়ে লরির সঙ্গে ধাক্কা লাগে এবং অটোরিকশাটি দুমড়ে–মুচড়ে যায়। এতে অটোরিকশায় থাকা পাঁচজনের মধ্যে ঘটনাস্থলে তিনজন মারা যান। অন্য দুজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে সেখানে তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

আমেনা খাতুনের এক স্বজন প্রথম আলোকে বলেন, রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় জাকারিয়ার মেয়ের বিয়ের আয়োজন ছিল। সেই আয়োজন শেষে নিজেই সিএনজি চালিয়ে পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে খাজানগর ফিরছিলেন। পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এদিকে দুর্ঘটনাটির খবর পেয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে যান জেলা প্রশাসক ইকবাল হোসেন। তিনি নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের সান্ত্বনা দেন। তাঁদের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়।

চৌড়হাস হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জয়দেব বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত লরিটি জব্দ করা হয়েছে। তবে এর চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন।ফলো করুন

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হওয়ার খবরে মর্গে যান এক স্বজন। সেখানে তাঁকে আহাজারি করতে দেখা যায়।

কুষ্টিয়ায় গ্যাসবাহী লরির সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কা

লেগে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার বেলা দেড়টার দিকে কুষ্টিয়া বাইপাস সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার খাজানগর গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের দুই স্ত্রী আমেনা খাতুন (৭৫) ও কমেলা খাতুন (৭০), আমেনার জামাতা রাজশাহীর বাঘা উপজেলার চক রাজাপুর গ্রামের জাকারিয়া এবং খাজানগর এলাকার আশরাফুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী শিরিন খাতুন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা দেড়টার দিকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা বাইপাস সড়ক ধরে বটতৈল এলাকায় যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে একটি গ্যাসবাহী লরি পাবনার দিকে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে কুষ্টিয়া স্টোর পাম্পের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারান অটোরিকশার চালক। এতে অটোরিকশাটি উল্টে গিয়ে লরির সঙ্গে ধাক্কা লাগে এবং অটোরিকশাটি দুমড়ে–মুচড়ে যায়। এতে অটোরিকশায় থাকা পাঁচজনের মধ্যে ঘটনাস্থলে তিনজন মারা যান। অন্য দুজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে সেখানে তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

আমেনা খাতুনের এক স্বজন বলেন, রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় জাকারিয়ার মেয়ের বিয়ের আয়োজন ছিল। সেই আয়োজন শেষে নিজেই সিএনজি চালিয়ে পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে খাজানগর ফিরছিলেন। পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এদিকে দুর্ঘটনাটির খবর পেয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে যান জেলা প্রশাসক ইকবাল হোসেন। তিনি নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের সান্ত্বনা দেন। তাঁদের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়।

চৌড়হাস হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জয়দেব বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত লরিটি জব্দ করা হয়েছে। তবে এর চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন।

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জানান

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকের ধাক্কায় শাহরিয়ার রহমান শান্ত এবং টোটন হোসেন নামে দুই যুবক নিহত হয়েছে।

গত শুক্রবার রাত ১১ টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের পবহাটি কলার হাটের

সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শাহরিয়ার রহমান শান্ত (৩২) শহরের আরাপপুর পাড়ার দুখি মাহমুদ সড়কের শাহিনের ছেলে এবং টোটন ঝিনাইদহ পৌরছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক এবং ব্যাপারী পাড়ার আব্দুস সাত্তারের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আরাপপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ছেড়ে আসা একটি মোটরসাইকেলে শান্ত এবং টোটন টার্মিনালের দিকে যাচ্ছিলেন এসময় অপরদিক থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রাকের সাতে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটর সাইকেল চালক গুরতর আঘাত প্রাপ্ত হয়ে দুর্ঘটনা স্থলেই মৃত্যু বরণ করে এবং মোটর সাইকেলের আরহী টোটনকে দ্রুত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এরপর পর টোটনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার্ড করা হয়। পরে শনিবার ভোর ৪ টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় টোটনের মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন। টোটন ও শান্তর মৃত্যুতে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্র দলের সভাপতি সোমেনুজ্জামান সোমেন শোক প্রকাশ করেছেন। নিহত দুই পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

কুষ্টিয়ায় দিনব্যাপী থেমে থেমে সংঘর্ষ: পুলিশের গুলিতে নিহত-৭

কুষ্টিয়ায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে সাতজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত দুই শতাধিক। তারা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল ও আদ্বদীন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

গতকাল সোমবার (৫ আগস্ট) বিকেলের দিকে থানাপাড়ায় ও মজমপুর এলাকায় এসব ঘটনা ঘটে। আহতরা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নিহতরা হলেন- কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিপুর এলাকার নওশের আলীর

ছেলে বাবু ইসলাম (৩৫), একই এলাকার কফিলউদ্দিনের ছেলে আশরাফুল ইসলাম(৪২), কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া এলাকার লোকমানের ছেলে আবদুল্লাহ (১৪), ইউসুফ আলী (৫০), দহকুলা এলাকার ওসামা (২৬), বাকি দুজন অজ্ঞাত।

গতকাল সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া মডেল থানা ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হামলাকে কেন্দ্র করে পুলিশ গুলি চালালে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরের দিকে শহরের মজমপুর রেলগেট এলাকায় পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। এ সময় পুলিশ কয়েক দফা কাঁদানে গ্যাসের শেল ও ফাঁকা গুলি ছুড়ে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে। বেলা দেড়টার পর আন্দোলনকারীদের অপর একটি অংশ কুষ্টিয়া মডেল থানায় হামলা চালায়।

এসময় পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাসের শেল ও ফাঁকা গুলি ছুড়ে আন্দোলনকারীদের হটাতে ব্যর্থ হয়। পরে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি করা শুরু করে। পুলিশের মুহুর্মুহু গুলি, কাঁদানে গ্যাসের শেলের শব্দে থানার আশপাশের এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতেও আন্দোলনকারীরা পিছু হটেননি।

খবর পেয়ে সেনাসদস্যরা এসে মডেল থানার সব পুলিশ সদস্যকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। এর পরপরই আন্দোলনকারীরা থানার ভবনে আগুন লাগিয়ে দেন। এতে থানার ভেতরের সব আসবাব, জরুরি রেকর্ডসহ অন্যান্য দ্রব্য পুড়ে যায়। এ ছাড়া ভবনের সামনে থাকা ৮-১০টি মোটরসাইকেল ও একটি প্রাইভেট কার পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিস গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে বেলা দুইটার পর আন্দোলনকারীদের আরেকটি অংশ কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনসে ঢুকে পড়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ও শটগানের গুলি চালায়। এতে অনেক মানুষ গুলিবিদ্ধ হন। তাঁদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা সাতজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিদের চিকিৎসায় রক্তের জন্য হাহাকার চলছে। হতাহত ব্যক্তিদের স্বজনদের আহাজারিতে হাসপাতালের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

কুষ্টিয়ার সমন্বয়ক তুষার আহমেদ তুহিন জানান, সোমবার বিকেলের

দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষুব্ধরা থানাপাড়ার মোড় ও মজমপুর মোড়ে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় আন্দোলনকারীদের পুলিশ রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস ও গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশের গুলিতে থানাপাড়ায় ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা গেছেন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও চারজন মারা যান। এ ঘটনায় দুই শতাধিক আন্দোলনকারী আহত হয়েছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

এদিকে সোমবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনকারী ও পুলিশের ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশ আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। কুষ্টিয়া শহরের থানার মোড়, মজমপুর, সাদ্দাম বাজার, এনএস রোড়, ছয় রাস্তার মোড়, পাঁচ রাস্তার মোড়সহ বিভিন্ন এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। বিকেলের দিকে মজমপুর ও থানাপাড়ায় আন্দোলনকারীদের গুলি করে পুলিশ। এতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীসহ ৭ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন প্রায় দুই শতাধিক।

এর আগে আন্দোলনকারীরা কুষ্টিয়া ট্রাফিক অফিস, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আজগর আলীর বাড়ী, পৌরসভা ভাংচুর চালায় এবং সড়কের বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে পুলিশকে লক্ষ করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন।

পুলিশ ধাওয়া ও রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করলে আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন অলিগলিতে আশ্রয় নেন। বিকেলের দিকে পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে পুলিশ লাইনসে চলে যায়। পুলিশ পিছু হটলে আন্দোলনকারীরা থানায় হামলা করে। থানা কার্যালয়, ওসির বাসভবন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক রফিকুল ইসলাম বলেন, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে এলে তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও চারজন মারা গেছেন। মোট সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসাধীন বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

অন্যদিকে শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খান, সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান, যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মানব চাকী, কুষ্টিয়া–২ আসনের সংসদ সদস্য

কামারুল আরেফিনসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতা–কর্মীদের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে।

আওয়ামী সমর্থকদের কয়েকটি দোকানে লুটপাট হয়েছে। এ ছাড়া কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ও ভাস্কর্য এস্কেভেটর দিয়ে গুড়িয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।